চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন

মিউনিসিপ্যালিটিদের প্রতি নির্দেশাবলী

অগস্ট, ২০১৪

ভূমিকা

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গত ৩০শে এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে।

- কমিশনে রয়েছেনঃ

অধ্যাপক অভিরূপ সরকার (চেয়ারম্যান)
শ্রী দিলীপ ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস (সদস্য)
শ্রীমতী রুমা মুখার্জী (সদস্য)
শ্রী স্বপন পাল অবসরপ্রাপ্ত ডাব্লিউ বি সি এস(সদস্য সচিব)

কমিশনের কাজ

নিম্নলিখিত নীতিগুলি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সুপারিশ করা কমিশনের কাজঃ

- সরকারের মোট করসংগ্রহের কতটা পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলিতে যাবে।
- সরকারি কোষাগার থেকে কতটা অনুদান পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলিতে যাবে।
- সেই করের অংশ এবং অনুদান কী নীতিতে পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলির মধ্যে বন্টন করা হবে।
- পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলি নিজেরা কতটা কর সংগ্রহ করবে।
- পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটিগুলি তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য কী কী করতে পারে।

সার্বিক উন্নতির জন্য পরিষেবার তালিকা

- কমিশন কিছু কিছু পরিষেবাকে অত্যাবশ্যক মনে করছে
- তার মধ্যে রয়েছে রাস্তা, রাস্তার আলো, নিকাশি ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্যপদার্থ্য বর্জনের ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল সরাবরহ, বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা
- কমিশন বিশেষ করে দেখবে প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিতে এই অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলির অবস্থা কেমন
- মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কিছু পরিষেবাকে ইতিমধ্যেই অত্যাবশ্যক বলে চিহ্নিত করেছে। এই পরিষেবাগুলি দেবার ব্যাপারে কতটা অর্থ এবং লোকবল দরকার? রাজ্য অর্থ কপমিশনের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে কতটা অর্থ প্রয়োজন?
- JNNURM-এর বিধি মেনে প্রত্যেকটি সহরের জন্য একটি উন্নয়নের খসড়া সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির তৈরি করার কথা। সেই কাজ কতটা এগিয়েছে?

কমিশনের উদ্দেশ্য

মূলত তিনটি জিনিস জানার জন্য কমিশন মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাছ থেকে কিছু তথ্য চাইছে

1. মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বর্তমান পরিকাঠামো এবং অভিপ্রেত পরিকাঠামোর মধ্যে কতটা ফারাক।
2. প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটি জনতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার দিক থেকে কেমন আছে।
3. বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কতটা কর সংগ্রহ করতে পারছে, এবং আরও কতটা করা সম্ভব।

জনতাত্ত্বিক তথ্য

- কমিশন প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা জানতে চাইছে
- জনসংখ্যার বয়সগত বিন্যাস জানতে চাইছে
- জনসংখ্যার জাতি ও ধর্মগত বিন্যাস জানতে চাইছে
- জনসংখ্যার শিক্ষাগত বিন্যাস জানতে চাইছে
- জানতে চাইছে, মিউনিসিপ্যালিটিতে কতগুলি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন
- এইসব তথ্য সেনসাস, ২০১১ থেকে পাওয়া যাবে

সম্পদ-সংক্রান্ত তথ্য

- কমিশন সম্পদ-সংক্রান্ত দু'ধরনের তথ্য চাইছে
- এক, রাস্তা, সেতু, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষেবা দেবার জন্য কী ধরনের সম্পদ মিউনিসিপ্যালিটির আছে
- দুই, এর পাশাপাশি কমিশন জানতে চাইছে, প্রত্যেকটি সম্পদ আরও কত পরিমাণে মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজন

তাছাড়া কমিশন জানতে চাইছে

- বাড়তি সম্পদ আহরণের জন্য কত টাকা দরকার
- এইসব সম্পদ যথার্থভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কত টাকা দরকার

মানব সম্পদ

- কমিশন মনে করে, যে-কোনো প্রকল্প রূপায়ণে মানব সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- তাই কমিশন জানতে চাইছে প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিতে

১। ভর্তি থাকা পদ কটি

২। ফাঁকা পদ কটি

৩। অস্থায়ী হিসেবে কতটা লোকনিয়োগ হয়েছে

৪। চাহিদা এবং বাস্তবের মধ্যে কতটা ফারাক

প্রশ্নাবলীর বাইরে

প্রশ্নাবলীর বাইরে যদি আরো কোনো তথ্য জানানোর থাকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সেই তথ্য সরাসরি কমিশনকে জানাতে পারে।

কমিশনের ঠিকানা ও ই-মেলঃ

Fourth State Finance Commission

4th Floor, Bikash Bhavan

Salt Lake, Kolkata 700 091

email: 4sfcwb@gmail.com, sfc4-wb@nic.in

Telefax: (033) 2358-2304

ধন্যবাদ